দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 03 MAY 1990 ...
পৃষ্ঠা ... 7 ... কলাম ... 5 ...

22

সিটি কলেজের ৩ জন শিক্ষক অযৌক্তিকভাবে বরখাস্ত

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

ঢাকা সিটি কলেজের তিনজন শিক্ষককে কোটারি স্বার্থে অযৌক্তিকভাবে বরখাস্ত করার অভিযোগ উঠেছে।

গণিত বিভাগের বিদ্যুৎ কুমার ভদ্র, রসায়ন বিভাগের স্বপন কুমার ঘোষ এবং হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের তরুণ কান্তি সাহাকে গত মাসের শেষ সপ্তাহে কলেজের অধ্যক্ষ গভর্নিং বডির সিদ্ধান্তের উল্লেখ করে জানান যে, তাদের কাজের মান সন্তোষজনক নয় বিধায় তাদের চাকরি স্থায়ী করা সম্ভব হলো না এবং তাদের চাকরির আর প্রয়োজন নেই।

তারা এ চিঠি পেয়ে হতবাক হয়ে গেছেন। কারণ তাদের চাকরির

(১১ পাতায় দেখুন)

অযৌক্তিকভাবে বরখাস্ত

(১ম পাতার পর)

অস্থায়িত্বের মেয়াদ দু'বছর বেশ আগেই পেরিয়ে গেছে। বিদ্যুৎ কুমার ভদ্র স্নাতকে প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় এবং স্নাতকোত্তরে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েছিলেন। বিসিএস পরীক্ষা দিয়ে তিনি সরকারী চাকরিও পেয়েছিলেন। কিন্তু অধ্যক্ষের পারামর্শে সেখানে না গিয়ে কলেজেই রয়ে যান। রসায়ন বিভাগের স্বপন কুমার ঘোষ রসায়নে এমএসসিতে প্রথম বিভাগপ্রাপ্ত। তিনিও অধ্যক্ষের পরামর্শে সরকারী চাকরিতে যাননি এবং ১৯৮৮ সালে যখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরির আবেদন করেন তখন অধ্যক্ষ তাকে একটি প্রশংসাপত্র দেন যাতে তার কর্মমানের প্রশংসা ছিল।

হিসাব বিজ্ঞানের তরুণ কান্তি সাহা স্নাতকে প্রথম শ্রেণীতে তৃতীয় ও স্নাতকোত্তরে প্রথম শ্রেণীতে সপ্তম স্থান অধিকার করেছিলেন। অভিযোগ রয়েছে, কলেজের অধ্যক্ষ হিসাব বিজ্ঞানের ওপর একটি বই লিখেছেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস বহির্ভূতভাবে তার বই টেক্সট বই হিসেবে চালানোর জন্য শিক্ষকদের ওপর চাপ দেন। কিন্তু তরুণ কান্তি সাহা বই নির্বাচনের ব্যাপারে ছাত্রদের স্বাধীন বিবেচনার ওপর গুরুত্ব দিলে অধ্যক্ষ রুষ্ট হন এবং তরুণ চাকরি হারান।

আরো অভিযোগ রয়েছে যে, কলেজে নিয়মের বদলে অনিয়মেরই প্রাধান্য। গভর্নিং বডি সঠিকভাবে নির্বাচিত নয়। যথাযথ যোগ্যতা ছাড়াই অনেককে নিয়োগ করা হয়। ইতিপূর্বে পরিসংখ্যান বিভাগের একজন শিক্ষককে অযোগ্যতার কারণে বরখাস্ত করা হয়। কিন্তু তার মূল দোষ ছিল, তার লিখিত একটি বই ভাল বাজার পেয়েছে। কলেজে কোন ছাত্র সংসদ নেই এবং ভর্তির সময় ছাত্রদের কাছ থেকে হলফনামা নেয়া হয়।

এ ব্যাপারে গতকাল কলেজের অধ্যক্ষ হাফিজউদ্দীনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি সব অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, কলেজটিকে হেয় প্রতিপন্ন করার চক্রান্ত চলছে। তিনজন শিক্ষককে গভর্নিং বডি অযোগ্য মনে করেছে বলে চাকরিচ্যুত করেছে। আমি তাদের কর্মমান সম্পর্কে গভর্নিং বডিকে অবহিত করেছি। প্রশংসাপত্রের ব্যাপারে তার বক্তব্য হলো কেউ প্রশংসাপত্র চাইলে কি না দেয়া যায়?